তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১৭২/২০১৫

অভিযোগকারী ঃ জনাব শ্যামল সিংহ রায়
পিতা-মৃত ললিত মোহন সিংহ রায়
৫/ক, ওল্ড যশোর রোড, খুলনা।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ আল মামুন
সহকারী কমিশনার
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, খুলনা ।

সিদ্ধান্তপত্র

(তারিখ ঃ ০৯-০৫-২০১৬ ইং)

অভিযোগকারী ০২-০৬-২০১৫ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব রাজিব কুমার রায়, সিনিয়র সহকারী কমিশনার ও তৎকালীন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), তথ্য প্রদান ইউনিট, অভিযোগ ও তথ্য শাখা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, খুলনা বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, অর্পিত সম্পত্তি শাখা, খুলনা এর কার্যালয়ে রক্ষিত Mauzawari Register No. II For Enemy Property Lands and Buildings (Lesses's Ledger) এর খুলনা জেলার খুলনা শহরস্থ বানিয়াখামার মৌজার Enemy Property Case NO. ৬৭/৬৬-৬৭ এর অধিনস্থ লীজ গ্রহীতাদের তালিকার সত্যায়িত ফটোকপি।

২) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, অর্পিত সম্পত্তি শাখা, খুলনার কার্যালয়ে রক্ষিত অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) বরাবর ৩০-০৪-৭৭ ইং তারিখে ভি.পি. তহশীলদার মো: জানে আলম মজুমদার কর্তৃক ইজারা কেস নং- ৬৭/৬৬-৬৭, পুরাতন যশোর রোড, খুলনার সম্পত্তি সম্পর্কিত দাখিলকৃত প্রতিবেদনের সত্যায়িত ফটোকপি।

৩) খুলনা জেলা প্রশাসক স্বাক্ষরিত স্বারক নং- ১৭৯/২০০১-৮১১ (যুক্ত) ভি,পি ২৫/০৯/২০০১ ইং তারিখে সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা বরাবরে প্রেরিত খুলনা জেলার খুলনা শহরস্থ বানিয়াখামার মৌজার জে, এল নং-৩ প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির ২০০১ সালে প্রস্তুতকৃত ১ নং ক্রমিকে উল্লেখিত ভি.পি. লীজ কেস নং- ৬৭/৬৬-৬৭ (কে, ডি, এ) এর সত্যায়িত ফটোকপি।

৪) খুলনা জেলার খুলনা পৌর এলাকার অর্পিত সম্পত্তি তালিকা (ভূমি ও বাড়ী), মৌজা বানিয়াখামার, পৃষ্টা নং-৪, ক্রমিক নং-৩০ এ ৬৭/৬৬-৬৭ ও ৩৩/৬৯ নং ভি,পি লীজ কেস যাহা ০৬/১২/১৯৯২ তারিখে প্রস্তুতকৃত এবং ১২/১২/১৯৯২ তারিখে ভি,পি সুপার এবং অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) কতৃক স্বাক্ষরিত এর সত্যায়িত ফটোকপি।

২। আবেদনের প্রেক্ষিতে ১২-০৭-২০১৫ তারিখের ০৫.৪৪.৪৭০০.০১৭.০৮.০০৬.১৫-৯৯(যুক্ত) নং স্মারকের মাধ্যমে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীকে আংশিক তথ্য সরবরাহ করেন। **সরবরাহকৃত** তথ্যে অভিযোগকারী সংক্ষুব্ধ হওয়ায় সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান ইউনিটের নির্দেশনা মতে জনাব মোঃ সাখাওয়াৎ হোসেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক বরাবর ২৯.০৭.২০১৫ তারিখে আপীল করেও তথ্য না পাওয়ায় ০৩.০৯.২০১৫ তারিখে অভিযোগ দায়ের করেন । অভিযোগে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, খুলনা সদর অর্পিত সম্পত্তি শাখার কয়েকজন ভিপি তহশীলদার ও কর্মচারীর যোগসাজশে খুলনা শহরস্থ বানিয়াখামার মৌজায় তার স্বত্ব দখলীয় সম্পত্তির খতিয়ান ও দাগ ভিপি লীজ কেস নম্বর ৬৭/৬৬-৬৭ (কেডিএ), তে হাতে কাটাকাটি ও ওভাররাইট করে ভুল তথ্য সংযোজনের কারণে তার চাহিত উপর্যুক্ত তথ্যাদির সত্যায়িত কপি প্রদানে অযৌক্তিক কারণ উল্লেখ করা হয়েছে যাতে বলা হয়েছে মূল ভিপি কেস নথি ৬৭/৬৬-৬৭ দুদকে জব্দ থাকায় এবং প্রার্থিত অন্যান্য তথ্য তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৭ এর (ছ) অনুযায়ী সরবরাহ করা সম্ভব হলো না ।

৩। ০৮-০৯-২০১৫ তারিখে সভায় অভিযোগটি আমলে নেয়া হবে কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে ০৭-১০-২০১৫ তারিখে একক শুনানীর জন্য দিন ধার্য করে অভিযোগকারীকে হাজির হবার জন্য সমন জারী করার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে অভিযোগকারীর প্রতি সমন জারী করা হয়। ০৭-১০-২০১৫ তারিখের অভিযোগকারীর একক শুনানীর পরিপ্রেক্ষিতে অভিযোগটি আমলে নিয়ে ০৯-১১-২০১৫ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

৪। শুনানীর জন্য ধার্য ০৯-১১-২০১৫ তারিখে উভয়পক্ষ উপস্থিত। উভয়পক্ষের বক্তব্য শ্রবণান্তে সংশ্লিষ্ট রেজিষ্ট্রারসহ কাগজপত্র সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপনের জন্য ১১-১১-২০১৫ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করা হয়। উক্ত শুনানীতে প্রতিপক্ষে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হাজির হয়ে দাখিলকৃত জবাবে উল্লেখ করেন যে, ভিপি লীজ ৬৭/৬৬-৬৭ এর মূল নথি দুর্নীতি দমন কমিশন, খুলনা কর্তৃক জব্দ করার পর অদ্যাবধি ফেরত পাওয়া যায় নি এবং কতিপয় তথ্যের ক্ষেত্রে পূর্ণ মাত্রায় রাষ্ট্রীয় স্বার্থ জড়িত থাকায় তথ্য অধিকার আইনের ৭(ছ) উপধারা অনুযায়ী তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব নয় মর্মে অভিযোগকারীকে জানানো হয়েছে । এর জবাবে অভিযোগকারী জানান যে, দুদকের উক্ত মামলা ইতিমধ্যে ২০০৪ সালে নিস্পত্তি হয়েছে এবং নথি ফেরত দেওয়ার আদেশ হয়েছে ।

৫। শুনানীতে মূল নথি/রেজিষ্ট্রারসমূহ পর্যালোচনার প্রয়োজনীয়তা থাকায় ০৭-১২-২০১৫ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি পুনরায় সমন জারী করা হয়। শুনানীর জন্য ধার্য ০৯-০২-২০১৬ তারিখে উভয়পক্ষ উপস্থিত। কিন্তু শুনানীতে মূল নথি/রেজিষ্ট্রার উপস্থাপিত না হওয়ায় এবং তা পর্যালোচনার প্রয়োজনীয়তা থাকায় ০৫-০১-২০১৬ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি পুনরায় সমন জারী করা হয়।

৬। শুনানীর ধার্য তারিখে উভয়পক্ষ উপস্থিত। শুনানীতে মূল নথি পর্যালোচনার প্রয়োজনীয়তা থাকায় ০৯-০২-২০১৬ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং তৃতীয়পক্ষ উপ-পরিচালক, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক), খুলনা এর প্রতি সমন জারী করা হয়।

৭। শুনানীর জন্য ধার্য ০৯-০২-২০১৬ তারিখে সকলপক্ষ উপস্থিত। শুনানীতে সংশ্লিষ্ট ভিপি রেজিষ্টার II উপস্থাপন করা হয় । এতে দেখা যায় যে, ইজারা গ্রহীতার নাম এবং ১২৯০ নং খতিয়ান অন্য রঙের কালিতে অন্য হাতের লেখায় সংযোজন করা হয়েছে । কিন্তু সেক্ষেত্রে কোন কর্মচারী বা কর্মকর্তার স্বাক্ষর বা অনুস্বাক্ষর নেই । এ দুটো পরবর্তী সময়ে সংযোজন করা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয় । অন্য দিকে মূল ভিপি কেস নথি উপস্থাপিত না হওয়ায় তা পর্যালোচনার প্রয়োজনীয়তা থাকায় পুনরায় ২১-০৩-২০১৬ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে এই ভিপি কেস নথি জব্দ করা ও ফেরত দেওয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষসহ অভিযোগকারী, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার ভিপি শাখা, খুলনা দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) এর উপ-পরিচালক, বাগেরহাট পুলিশ পরিদর্শক, ওসিডিবি এবং প্রধান কার্যালয় ঢাকা এর দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) এর উপ-পরিচালক (অনু.ও তদন্ত-২) এর প্রতি সমন জারী করা হয়।

৮। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী সময়ের আবেদন করে গরহাজির। অভিযোগকারীর সময়ের আবেদন মঞ্জুর করে ১৮-০৪-২০১৬ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে পুনরায় অভিযোগকারী, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার ভিপি শাখা, খুলনা দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) এর উপ-পরিচালক, বাগেরহাট পুলিশ পরিদর্শক, ওসিডিবি এবং প্রধান কার্যালয় ঢাকা এর দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) উপ-পরিচালক (অনু.ও তদন্ত-২) এর প্রতি সমন জারী করা হয়।

৯। শুনানীতে উপ-পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক),সমন্বিত জেলা কার্যালয়, বরিশাল; উপ-পরিচালক (অনু.ও তদন্ত-২), দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক), প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; পুলিশ পরিদর্শক, সিডিবি, বাগেরহাট এর উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা থাকায় শেষ বারের মত অনুপস্থিতিজনিত বিলম্ব প্রমার্জনা করে ০৯-০৫-২০১৬ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়। অন্যথায় উপস্থিত পক্ষগণের শুনানীঅন্তে অভিযোগটি নিস্পত্তি করার সিদ্ধান্ত অবহিত করা হয় ।

১০। শুনানীতে অভিযোগকারী জনাব শ্যামল সিংহ রায় হাজির ও জনাব মোঃ আল মামুন, সহকারী কমিশনার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, খুলনা অভিযোগের জবাব পত্র মারফত প্রেরণ করে গরহাজির এবং সহকারী কমিশনার, ভিপি শাখা (অর্পিত সম্পত্তি শাখা),জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, খুলনা অভিযোগের জবাব পত্র মারফত প্রেরণ করে গরহাজির । তবে অদ্য শুনানীতে প্রতিপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ আল মামুন গরহাজির হলেও কমিশনে জবাব দাখিল করে জানিয়েছেন যে, তিনি অভিযোগকারীকে সংশ্লিষ্ট জব্দকৃত মূলনথি সংগ্রহ করে চাহিত ১ম অনুচ্ছেদের ১ ও ২নং ক্রমিকের তথ্য সরবরাহ করেছেন এবং ৩ ও ৪ নং ক্রমিকের তথ্য পাওয়া গেছে এবং সরবরাহের অপেক্ষায় আছে মর্মে জানিয়েছেন। অপর প্রতিপক্ষ সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার, ভিপি শাখা (অর্পিত সম্পত্তি শাখা), জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, খুলনা অভিযোগের চাহিত তথ্যের কপি স্মারক নম্বর- ০৫.৪৪.৪৭০০.০২৯.১৮.০০২.১৬-২৯৩ (যুক্ত), তারিখ ০৯-০৫-২০১৬ মারফত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ আল মামুনকে প্রদান করেছেন মর্মে দেখা যায় ।

পর্যালোচনা

উভয়পক্ষের বক্তব্য শ্রবণান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর চাহিত তথ্যাদির আংশিক ১ ও ২ নং ক্রমিকের তথ্য সরবরাহ করায় এবং অবশিষ্ট তথ্যাদি ভিপি শাখা হতে সরবরাহ করায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তা সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়। তবে রেজিষ্ট্রার ও মূল নথিতে নতুন করে খতিয়ান, দাগ ও ইজারা গ্রহীতার নাম সংযোজন করার বিষয়ে তদন্তপূর্বক দায়ী কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে চিহ্নিত করে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন মর্মে তথ্য কমিশন অভিমত ব্যক্ত করেন ।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১. তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত পূর্ণাঙ্গ তথ্য, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী এই আদেশ প্রাপ্তির ০৭ দিনের মধ্যে সরবরাহের জন্য জনাব মোঃ আল মামুন, সহকারী কমিশনার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, খুলনা কে নির্দেশনা দেয়া হলো ।

২. তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩. সংশ্লিষ্ট ভিপি রেজিষ্টার II তে এবং মূল নথিতে নতুন করে খতিয়ান নম্বর, দাগ নম্বর ও ইজারা গ্রহীতার নাম সংযোজন করার বিষয়ে যথাযথ তদন্তপূর্বক প্রয়োজনবোধে হস্তলেখা বিশারদের মতামত গ্রহণ করে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসক, খুলনা কে নির্দেশনা দেওয়া হলো ।

৪. নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত
(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ)	(নেপাল চন্দ্র সরকার)	(অধ্যাপক ড. মোঃ গোলাম রহমান)
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার